গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
**www.mos.gov.bd**

বিষয়: **International Maritime Organization (IMO)'র কাউন্সিল নির্বাচন, ২০২৩-এ বাংলাদেশের 'C' ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে নির্বাচনপূর্ব প্রস্তুতি, প্রচার-প্রচারণার কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মোঃ মোস্তফা কামাল<br>সিনিয়র সচিব<br>নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : | ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ |
| সময় | : | সন্ধ্যা ০৭:৩০ ঘটিকা |
| স্থান | : | নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম) |

**ভার্চুয়ালি উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট 'ক') দ্রষ্টব্য।**

সভায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে, জনাব মোঃ এমদাদুল ইসলাম চৌধুরী, মহাপরিচালক (ইউএন), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে IMO'র কাউন্সিল নির্বাচন, ২০২৩-এ বাংলাদেশের 'C' ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন। বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সমমর্যাদার প্রতিনিধিদের নিকট পত্র প্রেরণের জন্য যে সব দেশসমূহের মন্ত্রীবর্গের নাম ও ইমেইল ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দূতাবাসসমূহকে Geographical Region নির্ধারণ করে দায়িত্ব প্রদানের পর এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আলোচনার জন্য লন্ডন ও নিউইয়র্কের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার সায়েদা মুনা তাসনিম এ পর্যন্ত গৃহীত তাদের সকল পদক্ষেপের বিশদ বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মোট ৫০টি দেশের পক্ষ থেকে লিখিত সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। তিনি এ প্রচেষ্টা আরো জোরদার করবেন মর্মে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে আমাদের অন্যূন ১১৫টি ভোট নিশ্চিত করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের আরো ৬৫টি দেশের ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশকে ভোট প্রদানের ব্যাপারে অঞ্চলভিত্তিক দেশসমূহের মনোভাবের বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। অঞ্চলভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োজিত করার ব্যাপারে তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন মঈন উদ্দীন আহমেদকে SIDS (Small Island Developing States), ক্যাপ্টেন এ বি এম শামিম, কাউন্সিলর (মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স), লন্ডনকে আফ্রিকা অঞ্চলসমূহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি ভোট বাড়ানোর জন্য SIDS এবং LDC (Least Developed Countries) কে ১০টি Maritime Education Scholarship প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া ঢাকায় নভেম্বর এর প্রথম সপ্তাহের ভিতর বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে একটি রিসিপশনের আয়োজন করা প্রয়োজন মর্মে মত প্রকাশ করেন।

৩। নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জানান, তারা অন্যান্য যেকোনো নির্বাচনের মত IMO এর এই নির্বাচনকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছেন এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত লিখিত সম্মতিসমূহের ভিতর ১৭টি দেশের সম্মতি নিউইয়র্ক অফিসের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়েছে, আরো প্রায় ২২টি দেশের সাথে যোগাযোগ চলমান রয়েছে যারা এখনো পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেনি ।

৪। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম জানান যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তর থেকে মোট ১৫২টি দেশকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্য থেকে ৪টি দেশ বাংলাদেশকে ভোট প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন। ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকে জানানো হয়েছে যে, ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর-কে বাংলাদেশ ভোট দিলে দেশ দুটিও বাংলাদেশকে ভোট দিবে।

৫। IMSO (International Mobile Satellite Organization) এর সাবেক ডিরেক্টর জেনারেল ক্যাপ্টেন মঈন উদ্দীন আহমেদ জানান, তিনি লন্ডন দূতাবাসের নির্দেশনায় বিগত ৫ অক্টোবর ২০২৩ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত আছেন। তার উপর অর্পিত অঞ্চলসমূহের সাথে যোগাযোগের পাশাপাশি তিনি আরো অনেক বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এবং নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম ইউরোপীয় এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহের সাথে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যাপারে আরও সক্রিয় হতে হবে। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

৬। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার মোঃ আবুল বাসার জানান যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন, নৌ সেক্টর থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যাপারে উৎসাহী। এই বিষয়ে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরে ইউরোপিয়ানদের সাথে একযোগে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিবেশসম্মত শিপ রিসাইক্লিং নিশ্চিত করার জন্য হংকং কনভেনশন যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া ইতোমধ্যে দেশের সকল বন্দরসমূহ স্মার্ট এবং গ্রীন পোর্টে রূপান্তরের জন্য গবেষণার কাজ চালু করেছে এবং নৌপরিবহন সেক্টর থেকে কার্বন নিঃসরণ শূন্য করার জন্য "National Action Planning" প্রণয়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। সভাপতি, IMO'র কাউন্সিল নির্বাচন, ২০২৩-এ বাংলাদেশের 'C' ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে প্রত্যেকের কাজের প্রতি আরও আন্তরিক হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন নির্বাচনের মাত্র ৫ সপ্তাহ বাকি রয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট যত কাজ রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮। **সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

৮.১ আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে ১১৫ এর অধিক ভোট প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ করে Geographical Region ভিত্তিক দায়িত্ব বিভাজন করে নির্বাচনী প্রচারণা আরও জোরদার করতে হবে;

৮.২ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে অতিসত্ত্বর অন্যান্য দেশের Counter Part মন্ত্রীবর্গ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৮.৩ নভেম্বর এর প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকদের রিসিপশনের আয়োজন করে আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে তাদের সহযোগিতার আহ্বান করতে হবে;

৮.৪ SIDS এবং LDC ভুক্ত দেশসমূহের জন্য বাংলাদেশের তরফ থেকে ১০ টি মেরিটাইম শিক্ষার বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে IMO Secretary General বরাবর যথাযথ প্রক্রিয়ায় পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৮.৫ পশ্চিম ইউরোপীয় এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ আরও জোরদার করতে হবে;

৮.৬ যে সব দেশ বাংলাদেশকে ভোট প্রদানে আগ্রহী তাদের নিকট থেকে লিখিত সম্মতি নেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

৯। অতঃপর সভায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৯/১০/২০২৩
মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নং- ১৮.০০.০০০০.০২৪.২৪.০০৪.১৫(অংশ-৩)- ২২৫

তারিখ: ১৪ কার্তিক, ১৪৩০ / ৩০ অক্টোবর, ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। জেনেভায় নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর স্থায়ী প্রতিনিধি, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৩। মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ দূতাবাস, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
৪। জাতিসংঘ নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর স্থায়ী প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্মসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। ক্যাপ্টেন মঈন উদ্দীন আহমেদ, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
৯। ক্যাপ্টেন এ.বি. এম শামীম, কাউন্সিলর (মেরিটাইম এফেয়ার্স), বাংলাদেশ দূতাবাস, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
১০। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩০-১০-২৩

সৈয়দ আলী আহসান
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
ds.ship@mos.gov.bd